আদ-দ্বোহা ইনস্টিটিউট অফ ইসলামিক স্কলার্স
মাদ্‌রাসাতুদ দ্বোহা আল ইসলামিয়া

ভর্তির জন্য অভিভাবকের সম্মতিপত্র ও অঙ্গীকারনামা

আমি আমার সন্তান/ভাই/বোন/নাতী/নাতনী ----------কে অত্র প্রতিষ্ঠানের----------বিভাগে ভর্তি করার একান্ত ইচ্ছা পোষণ করে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় নিয়মকানুন জেনে নিয়ম কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, সে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কানুন মান্য করাসহ শিক্ষক মহোদয়ের আদেশ মান্য করতে বাধ্য থাকবে। আর আমি নিজেও নিম্নে বর্ণিত নিয়মাবলী যথাযথভাবে মানতে বাধ্য থাকব।

- তার পড়ালেখার উন্নতি ও চরিত্রগঠন সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা সমাধানকল্পে সদা-সর্বদা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক মহোদয়ের সাথে যোগাযোগ রাখব। আমি তার হাতে কোন প্রকার টাকা-পয়সা প্রদান করব না। তার প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সা সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের নিকট অর্পণ করব। অতএব তার নিকটে শিক্ষকের অবগতি ব্যতিত কোন টাকা-পয়সা পাওয়া গেলে তাকে শাস্তির আওতায় আনা হবে। এতে আমার কোন প্রকারের আপত্তি থাকবে না।
- প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত ছুটি ছাড়া তাকে বাসা-বাড়িতে নিব না। বিশেষ করে কারো জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী ও মুসলমানির দাওয়াতের জন্য কোনভাবেই ছুটির আবেদন করব না।
- প্রতিষ্ঠানের ছুটি হলে তাকে বাসা-বাড়িতে নিয়ে যাওয়া ও ছুটি শেষে যথাসময়ে যে কোন উপায়ে তাকে প্রতিষ্ঠানে পৌছানোর জিম্মাদারি আমার। অসুস্থতা বা গ্রহণযোগ্য কোন কারণবশত বাসা-বাড়িতে থাকার প্রয়োজন হলে আলোচনা সাপেক্ষে ছুটি গ্রহণ করব।
- তার তারবিয়াতের জন্য শিক্ষক মহোদয় আদরের পাশাপাশি কখনও কোন ধরণের নেহায়েত ন্যায়সম্মত শাস্তি প্রয়োগের প্রয়োজন মনে করলে নির্দ্বিধায় তা করবেন; এতে আমার কোন ধরণের আপত্তি থাকবে না।
- তার আদব-আখলাক, তালিম-তারবিয়াতের সার্বিক দায়িত্ব শিক্ষক মহোদয়ের হাতে ন্যস্ত করলাম। বাড়িতে ছুটি থাকাকালীন তার চলাফেরা, আদব-আখলাক, ইবাদাত-মুআমালাত ও আচার-ব্যবহারের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখব। কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে শিক্ষককে অবহিত করে তার সংশোধনের প্রচেষ্টা চালাব।
- আমার সন্তান কীভাবে নিরাপদে থেকে ভাল পড়ালেখার পাশাপাশি আদর্শবান মানুষ হতে পারে সে জন্য কর্তৃপক্ষের প্রণিত কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকব। প্রতিষ্ঠানে থাকাকালীন নিয়ম-কানুনের বরখেলাফ করে কোন বিপদের সম্মুখিন হলে সে নিজেই দায়ী থাকবে। বিশেষত অনুমতি ছাড়া প্রতিষ্ঠান থেকে বাইরে বেড়াতে কিংবা পালিয়ে গিয়ে হারিয়ে গেলে অথবা কোন ধরণের বিপদ হলে কর্তৃপক্ষকে কোনভাবেই দোষারোপ কিংবা দায়ী করব না।
- প্রতিষ্ঠানের ছুটিতে বা অন্যান্য সময়ে তাকে বাসা-বাড়িতে আনা-নেয়ার দায়িত্ব আমার। তাকে একাকি যাতায়াত করতে দিব না। আমি অথবা আমার পাঠানো প্রতিনিধি তাকে আনা-নেয়া করবে।
- তার সাথে আমাদের কখনও সাক্ষাতের প্রয়োজন হলে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সাক্ষাতের নির্ধারিত সময়ে আসব। বিশেষ প্রয়োজনে কখনও মোবাইলে কথা বলতে হলে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত সময়েই ফোন করব। অযথা মহব্বতের অজুহাতে যখন-তখন ফোন করে তার পড়াশোনার একাগ্রতায় ব্যঘাত সৃষ্টি করব না।
- আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, আমি আমার নিজের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য এবং আমার সন্তান ভবিষ্যতে হক্কানী আলেম হওয়ার জন্য শরীআতসম্মত পথে জীবন-যাপনে সচেষ্ট থাকব।
- পরিবারবর্গকে দ্বীনের উপর চালানারে চেষ্টা করব। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজায় ছুরির আঘাত করতঃ দাড়ি কর্তন করব না। (দাড়ি এক মুষ্ঠি পরিমাণ লম্বা রাখা ওয়াজিব।) সাথে সাথে আবিশ্যিকভাবে শরয়ী পর্দাকে নিজের ও পরিবারের জীবনে বাস্তবায়ন করব। আমার ইনকাম শতভাগ হালালের ব্যাপারের সচেতন থাকব।
- কোনক্রমেই বাসা-বাড়িতে টেলিভিশন রাখব না। নিজেও সতকর্তার সাথে টিভি দেখা থেকে বেঁচে থাকব। মনে রাখবেন, ঘরে টিভি রেখে সন্তান মানুষ করার কথা চিন্তা করা চরম বোকামী। হাফেজ, আলেম হওয়ার তো প্রশ্নই উঠে না। তার ব্যপারে কোন ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে, ওজর-আপত্তি থাকলে কর্তৃপক্ষকে অবগত করব; কোনক্রমেই কৈফিয়ত তলব করব না।
- সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ তার ব্যপারে যে সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করবেন তা মাথা পেতে মেনে নিব । বিরাধিতা কিংবা দুশমনির বশবর্তী হয়ে তাদের। বিরুদ্ধাচরণ করব না। কোন ধরনের হয়রানীর কথা কল্পনাও করব না। কারণ এতে আপনার প্রিয় সন্ড়ান স্থায়ীভাবে ইলমেদ্বীন হতে বঞ্চিত হয়ে যেতে পারে।
- মাসিক বেতন ১০ তারিখের মধ্যেই পরিশোধ করব অন্যথায় কর্তৃপক্ষের যেকোন সিদ্বান্ত মেনে নিতে বাধ্য থাকব।
- অভিভাবক ও শিক্ষক সমন্বয় মিটিং-এ নিয়মিত উপস্থিত থাকব।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা জাতীয় কোন সমস্যার কারণে প্রতিষ্ঠান ছুটি থাকলে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বেতন পরিশোধ করতে হবে।
- আমি আমার সন্তানের ভাল-মন্দ কোন বিষয় গোপন করব না। যদি গোপন করি তাহলে এটার দায়ভার আমি বহন করবো।

অভিভাবকের স্বাক্ষর